স্বাধিকার ॥ বুলেটিন নং ৩১ ॥ বর্ষ ১০ ॥ সংখ্যা ৬

পার্বত্য চট্টগ্রাম জ্বললে

১ম পাতার পর

এ সময় দর্শকদের মুহুর্মুহু করতালিতে সারা হল মুখরিত হয়ে ওঠে।

উদ্বোধনের পর জাতীয় সঙ্গীত ও উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসেবে "আমরা করবো জয়" গানটি পরিবেশন করা হয়। খাগড়াছড়ি থেকে রেন্টিনা চাকমা, অনিতা চাকমা, ইভা চাকমা, ফ্রেন্সি ত্রিপুরা ও ত্রিনা ত্রিপুরা জাতীয় ও উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তাদেরকে তবলায় সহযোগিতা করেন ডেভিড চাকমা।

উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন শেষ হলে অতিথিবৃন্দ আসন গ্রহণ করেন। বক্তব্য শুরু হওয়ার আগে রেকর্ড প্লেয়ারে দু'টি বিখ্যাত বিপ্লবী সঙ্গীত বাজানো হয়। এর একটি হলো দুনিয়া কাঁপানো লঙ মার্চ সম্পন্নকারী লাল ফৌজের অষ্টম রুট বাহিনীর বিপ্লবী সঙ্গীত, অপরটি হচ্ছে জাপান আক্রমণের সময় প্রতিরোধ যুদ্ধে রচিত 'শ্রমিক-কৃষক-সৈনিক-জনতা এক হও এক হও!' এ দু'টি গান। রেকর্ড প্লেয়ার থেকে এ গান বেজে উঠলে এ সময় গোটা হল রুমে এক বৈপ্লবিক আবহ সৃষ্টি হয়। হলে সমবেত দর্শক শ্রোতারা গানের সুর ও বাজনায় প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত হন। ওয়াজিউল্লাহ হল ছিলো কানায় কানায় পূর্ণ। আসনের অভাবে ভিতরের সিঁড়িতেও কর্মিবৃন্দ বসে পড়েন। অনেককে দরজার বাইরে থেকেও দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এদিন যুবলীগ ও কৃষক লীগ হরতাল আহ্বান করায় যথেষ্ট সমস্যার সৃষ্টি হয়। অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য ফিল্ড হ'তে একদিন আগে কর্মি সমর্থকদের রওনা দিতে হয়। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অনেকে যোগ দিতে পারেননি। বিভিন্ন এলাকা থেকে অনেকে মধ্য রাতে চট্টগ্রামে এসে পৌঁছেন। অনেকে সারা রাত অভুক্ত ছিলেন। তা সত্ত্বেও প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহের সাথে তারা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য অযথা ভোগান্তি হওয়ায় উদ্‌যাপন কমিটি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করে।

এরপর আলোচনা সভা শুরু হয়। সভার শুরুতে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন ইউপিডিএফ-এর বান্দরবান প্রতিনিধি ছোটন তঞ্চঙ্গ্যা। প্রসিত বিকাশ খীসার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতি বদরুদ্দীন উমর, বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি এডভোকেট ঝুলন লাল ভৌমিক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠার অর্ধযুগ উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক ও ইউপিডিএফ কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সদস্য রবিশংকর চাকমা।

ইউপিডিএফ প্রধান প্রসিত খীসা সরকারের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রাম জ্বললে সারা দেশ জ্বলবে।" তিনি জনসংহতি সমিতির সন্তু চক্রকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের বিরুদ্ধে মদদ দান বন্ধ করার জন্যও সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রসিত খীসা তার বক্তব্যে আরো বলেন, এই ছয় বছর পর্যন্ত আসতে ইউপিডিএফ'কে সরকার প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বহু বাধা প্রতিবন্ধকতা ঝড় ঝাপটা মোকাবিলা করতে হয়েছে। হারাতে হয়েছে দু'শতাধিক তেজোদীপ্ত সংগ্রামী সহযোদ্ধাকে। পঙ্গুত্ব বরণ করতে হচ্ছে বেশ কিছু কর্মিকে। কারাগারে বন্দী দশায় দিন কাটাতে হচ্ছে অনেক সহযোদ্ধাকে। আর কিছু কর্মি নীতি ও আদর্শচ্যুত হয়ে ছয় বছর পূর্ণ না হতেই পার্টি থেকে ঝড়ে পড়ে যায়। লোভ ও প্রলোভনের কাছে পরাজিত হয়। যারা লড়াই সংগ্রামে অংশ নিয়ে শহীদ হয়েছে, যারা পঙ্গুত্ব বরণ করেছে কিংবা যারা কারাগারে অন্তরীণ রয়েছে, তারা পার্টির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর মতো গুরুত্বপূর্ণ দিনে পাবেন কর্মি বাহিনী ও জনগণের পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া, পুষ্পমাল্য। আর অন্যদিকে যারা পার্টি থেকে বিচ্যুত হয়ে ঝড়ে গেছে তারা পাবে ধিক্কার ও ঘৃণা, সারা জীবন মুখ তারা জনগণের সামনে মুখ তুলে কথা বলতে পারবে না। কিন্তু লড়াইয়ে শহীদ, পঙ্গুত্ব বরণকারী সহযোদ্ধারা সারা জীবন পাবেন জনগণের ভালোবাসা ও সম্মান মর্যাদা।

তিনি অচিরেই পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা বাহিনী প্রত্যাহার, অপারেশন উত্তরণ বন্ধ, সেটলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন, কারাবন্দী ইউপিডিএফ সদস্যদের মুক্তি প্রদান, জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও ভূমি অধিকার প্রদানের দাবি জানান।

প্রসিত খীসা জনসংহতি সমিতির সমালোচনা করে বলেন, বিলাস বহুল হোটেলে চুক্তির বর্ষপূর্তি পালন করে জনগণের অধিকার কায়েম করা যায় না। পুরো চুক্তি বাস্তবায়িত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আসবে না। কারণ এই চুক্তি অসম্পূর্ণ ও এতে জনগণের মৌলিক দাবিগুলোর কোনটায় পূরণ করা হয়নি। তিনি জনসংহতি সমিতিকে দালালীর পথ পরিহার করে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি জনসংহতি সমিতির আদি কর্মিদের আত্মত্যাগ ও অবদানের প্রতি সম্মান জানিয়ে বলেন, আপনারা অধঃপতিত ও আদর্শিকভাবে বিচ্যুত সন্তু চক্রের ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবেন না।

বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতি কমরেড বদরুদ্দীন উমর বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে যে শাসক শ্রেণী ক্ষমতায় রয়েছে তারা সাম্রাজ্যবাদের খেদমতগার। তাদের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করছি। দুনিয়ার কোন দেশ আজ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছাড়া জনগণের স্বার্থে প্রকৃত আন্দোলন হতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করেই কেবল জনগণের মুক্তি আসতে পারে।

এ সরকার হলো সাম্রাজ্যবাদের দালাল। আওয়ামী লীগও ছিল সাম্রাজ্যবাদের দোসর। বামপন্থী নামে পরিচিত দলগুলো আওয়ামী লীগের পেছনে গেছে। তাদের লক্ষ্য হলো বর্তমান সরকারের উৎখাত, শাসক শ্রেণীর নয়। অপরদিকে আমরা পুরো শাসক শোষক শ্রেণীকে উৎখাতের জন্য সংগ্রাম করছি। তিনি প্রশ্ন করে বলেন, বিএনপির পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে জনগণের কি হবে? আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে কি হয় তা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ খুব ভালো করেই জানেন।

দেশের পুরো অর্থনীতিও আজ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে। দেশে যাতে কোন শিল্প কারখানা গড়ে না ওঠে, যাতে দেশ নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো তৎপর।

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বা র‍্যাবের সমালোচনা করে বদরুদ্দীন উমর বলেন, র‍্যাব হলো একটি ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসী বাহিনী। দক্ষিণাঞ্চলে যে চরমপন্থীরা রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য র‍্যাব গঠন করা হয়েছে।

পার্বত্য চুক্তি সম্পর্কে তিনি বলেন, এই চুক্তি হয়েছে মূলত দু'টি কারণে। এক হলো ভারত। দুই হলো জেএসএস-এর ভেতর থেকে নষ্ট হয়ে যাওয়া, পথভ্রষ্ট হওয়া। চুক্তির পেছনে ভারতের স্বার্থ ছিল। তারা উত্তর-পূর্ব ভারতের বর্ডার সিল করে দিতে চেয়েছিল। এ জন্য তাদের দরকার ছিল সন্তু লারমাদেরকে ত্রিপুরা থেকে বিদায় করে দেয়া।

তিনি বলেন, শান্তি চুক্তি এমনভাবে করা হয়েছে তাতে শান্তি স্থাপন সম্ভব নয়। সন্তু বাবু নতজানু হয়ে চুক্তি করেছিলেন। অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে তাকে বক্তব্য দিতে দেয়া হয়নি। এর থেকে চুক্তিটির চরিত্র ও তার ভবিষ্যত কি হবে তা বোঝা গিয়েছিল। আমরা বলেছিলাম এই চুক্তিকে কার্যকর করা সম্ভব না। সেজন্য আমরা তখন এর বিরোধীতা করেছি।

তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন জনগণের কোন গণতান্ত্রিক অধিকার নেই। ইউপিডিএফ-কে কেবল রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে নয়, তার দালালদের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হচ্ছে।

বদরুদ্দীন উমর বলেন, সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের পরিবর্তনের জন্য কাজ করতে হবে। কারণ এই রাষ্ট্র জনগণের ওপর নিপীড়ন চালায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা তখনই সম্ভব যদি এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় যে রাষ্ট্র হবে প্রকৃত অর্থে জনগণের। পাহাড়ি বাঙালী সবাইকে এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে হবে।

এডভোকেট ঝুলন লাল ভৌমিক বলেন, চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আসেনি। তিনি সন্তু লারমাকে সরকারের দালাল হিসেবে অভিহিত করেন।

সেনাবাহিনীর সমালোচনা করে তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী কি করছে?

তিনি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ইউপিডিএফ-কে সহযোগিতা দেয়ার আশ্বাস দেন।

স্বাগত ভাষণে উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক রবি শংকর চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা থেকে আগত ইউপিডিএফ এর কর্মি, সমর্থদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদেরকে গত রাতটা বিনিদ্র কাটাতে হয়েছে। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। বিশেষ পরিস্থিতির কারণে হঠাৎ করে প্রোগ্রামের কিছু হের ফের করতে হওয়ায় এটা হয়েছে। জেগে থাকার জন্য গতকালের রাতটা আপনাদের দীর্ঘ মনে হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘ মনে হলেও সে রাতের অবসান হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আজ জনগণের যে দুঃখের কালো রাত তারও অবসান হবে। প্রাকৃতিক নিয়মে রাতের পর দিন হয়। কিন্তু জনগণের জীবনের দুঃখ দুর্দশার রাতের এমনি এমনি অবসান হয় না। এ রাত দূর করতে হলে দরকার সংগ্রাম।

তিনি আরো বলেন, গত ছয় বছরে আমাদের পার্টির ওপর অনেক ঝড় ঝাপটা বয়ে গেছে। প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠান ১৯৯৯ সালে চট্টগ্রামে পুলিশ ভন্ডুল করে দিয়েছিল। তখন আওয়ামী লীগের সরকার। কিন্তু এত দমন পীড়ন সত্ত্বেও ইউপিডিএফ কে দমন করা যায়নি। আমাদের পার্টির যা কিছু অর্জন তার পেছনে রয়েছে পার্টির অসংখ্য নেতা কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ। তাছাড়া রয়েছে আমাদের শুভাকাঙ্খী ও সমর্থক তথা জনগণের আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা।

আলোচনা শেষে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী বের করা হয়। ইউপিডিএফ প্রধান প্রসিত খীসা এই র‍্যালীর নেতৃত্ব দেন। দেড় হাজার ইউপিডিএফ কর্মি-সমর্থক এই র‍্যালীতে অংশ নেন। র‍্যালীটি চট্টগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

ইউপিডিএফ-এর বার্তা

১ম পাতার পর

বর্ষপূর্তি উৎযাপন করলো। ভবিষ্যতে সন্তু চক্র যদি ৭ এর দ্বিগুণ ১৪ বার বিতর্কীত 'পার্বত্য চুক্তির' বর্ষপূর্তি পালন করে, তাহলেও চুক্তির বাকী ধারাসমূহ পূরণ হবে না।

আজ এটা দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে, জনগণের অধিকার বিতর্কীত 'পার্বত্য চুক্তির' বর্ষপূর্তি পালন করে অর্জিত হয় না। প্রকৃত আন্দোলন সংগ্রাম পরিত্যাগ করে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে বিলাস বহুল হোটেলে চুক্তির বর্ষপূর্তি পালন করলে, তাতে গুটি কতক সুযোগ সন্ধানী স্বার্থবাজেরই পকেট ভারি হবে। বিপরীতে সাধারণ কর্মিরা হবে নিঃস্ব, তাদের বছর বছর হতাশা বাড়বে মাত্র। ইতিমধ্যে জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মিরা ভীষণ হতাশ। দিন দিন সংগঠন হিসেবে তারা লয় ও বিলীন হয়ে যাবে।

বন্যার জলে ভাসতে ভাসতে খড়-কুটো যেমন এক সময় স্রোত থেমে গেলে নদীর ঘাটে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকে, চুক্তি বাস্তবায়নের নামে সরকার-শাসকগোষ্ঠির পাতানো খেলায় নাচতে নাচতে জনসংহতি সমিতিও একদিন শাসকগোষ্ঠির অর্থ-ইন্ধন ফুরালে কালের পরিক্রমার কোন বাঁকে থেমে যাবে। তখন সাঙ্গ হবে সমস্ত রঙ্গ লীলা!! সেনা কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠির লেলিয়ে দেয়া মুখোশ বাহিনী খাগড়াছড়ি ও ঢাকার প্রেস ক্লাবের সামনে সেনা-পুলিশ প্রহরায় তথাকথিত মিটিঙ মিছিল করলেও, সে মুখোশ বাহিনী খড়-কুটোর মতো ভেসে গেছে। সেনা কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রের সৃষ্ট গণ্ডবাহিনী, লায়ন বাহিনী, টাইগার বাহিনীর যে পরিণতি হয়েছে, সমাজ জাতি ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সন্তু চক্রের জন্যও সে পরিণাম অপেক্ষা করছে।

সাথী বন্ধুরা,

বন্যায় নদীর এক পাড় ভেঙে ধ্বসে পড়ে চুরমার হয়ে গেলেও, প্রকৃতির নিয়মেই অন্য পাড়ে জমে উর্বর পলি। পাড় ভেঙে পড়া ও ঘর-বাড়ী ভাসিয়ে নেয়ার দৃশ্য করুণ ও মর্মান্তিক, তা সবাই দেখে। কিন্তু ধ্বংসযজ্ঞের বিপরীতে যে উর্বর পলি মাটিরও সৃষ্টি হয়, তা সহজে চোখে পড়ে না। এই উর্বর পলি মাটিই আগামী দিনের সোনালী ফসলের শর্ত সৃষ্টি করে। বন্যায় মানুষ সর্বস্ব হারালেও আবার নতুন আশায় বুক বাঁধে পলি মাটির চর দেখে। এই চরে ফসল ফলিয়ে জীবনকে নতুনভাবে গড়ে তোলে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকার শাসকগোষ্ঠির দমন-পীড়ন হত্যা ধ্বংসযজ্ঞ ও জনসংহতি সমিতির জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে হীন ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার বিপরীতে নতুন দিনের লড়াই সংগ্রামের সোনালী সম্ভাবনাময় যে পলির চর গড়ে উঠেছে, তার উপর দাঁড়িয়ে ইউপিডিএফ জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠিত ও পরিচালনা করছে। এ আন্দোলনের উপরই নির্ভর করছে নির্যাতিত অধিকারহারা দুঃখী মানুষের ভবিষ্যত। জনগণের ভবিষ্যত সোনালী দিন নিহিত রয়েছে নয়া যুগে ইউপিডিএফ কর্তৃক সূচিত পূর্ণস্বায়ত্তশাসন লড়াইয়ের মধ্যে। এ লড়াই পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের শেষ লড়াই! এ লড়াই বাঁচা মরার লড়াই! এ লড়াইয়ে জিততে হবে।

সংগ্রামী বন্ধুরা,

জনগণ এখন শাসকগোষ্ঠির সংখ্যালঘু জাতিসত্তা সমূহকে ধ্বংস করার ভয়াবহ নীল নক্সা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন। আন্দোলন থেকে বিচ্যুত জনসংহতি সমিতির ঘৃণ্য কার্যকলাপ সম্পর্কেও পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ এখন পুরোপুরি অবহিত। ইউপিডিএফ'এর নেতৃত্বে প্রতিবাদী জনতা দালালী বেঈমানী লেজুড়বৃত্তি ও প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ আর কখনই বরদাস্ত করতে পারে না। বছরের পর বছর ধরে সরকার-শাসকগোষ্ঠি যে অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ-নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তার বিরুদ্ধে সাহসী প্রতিবাদী তরুণদের বুকে তীব্র ক্ষোভ, ঘৃণা, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ স্পৃহার আগুন বারুদের মতো জমে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে জনতার ন্যায্য দাবি পূর্ণস্বায়ত্তশাসন মিটিয়ে না দিলে এ বারুদের বিস্ফোরণ ঘটবেই!!!

যে সব তরুণ ছাত্র যুবক নির্যাতিত অধিকারহারা লাঞ্ছিত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে নিজেদের নিয়োজিত করতে চান, তারা আসুন ইউপিডিএফ'এর পতাকাতলে সমবেত হোন!

ক্ষমতাসীন সরকার শাসকগোষ্ঠি ইউপিডিএফ কর্তৃক সূচিত পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন ব্যাহত করে জনগণকে ন্যায্য অধিকার বঞ্চিত করার নীল নক্সা প্রণয়ন করেছে। রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া জনসংহতি সমিতির সন্তু চক্র আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতার উচ্ছিষ্টের ভাগ পেয়ে সরকারের এখন এক নম্বর দোসর এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে 'রাজাকারের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এরশাদ আমলে গণদুশমন সমীরণ যে ভূমিকা পালন করে, সন্তু লারমাও একই ভূমিকা পালন করছেন।

ইউপিডিএফ-কে দুর্বল করার সরকারী নীল নক্সা বাস্তবায়ন করতে জনসংহতি সমিতির সন্তু চক্রও উঠে পড়ে লেগেছে। কাড়ি কাড়ি টাকা ঢেলে তারা মুখোশ বাহিনীর মতো সন্ত্রাসী ও আস্থল বাহিনীর মতো বেতনধারী চর নিযুক্ত করেছে।

সরকার ও জনসংহতি সমিতির এ ধরনের জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন! এলাকায় এলাকায় সংগঠিত হোন! সমাজে অন্তর্ঘাত সৃষ্টির কাজে লিপ্ত সরকারের চর গণদুশমনদের চিহ্নিত করুন। সমাজ অনিষ্টকারী সরকারী চরদের বাড়াবাড়ি বরদাস্ত করবেন না।

যারা আন্দোলনের গতি প্রকৃতি না বুঝে সরকার ও সন্তু চক্রের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে জাতীয় স্বার্থ বিরোধী ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়েছে, সরকারের জুম্মো ধ্বংসের ভয়াবহ নীল নক্সা বাস্তবায়নে গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাদেরকে শেষবারের মতো কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করে দেয়া হচ্ছে। জনমনে আন্দোলন সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানো, সমাজ ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ পার্টি বরদাস্ত করবে না।

জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বেগবান করতে ইউপিডিএফ'এর পতাকাতলে সমবেত হোন! আমরা প্রতিষ্ঠার অর্ধযুগ পূর্তিতে নিম্নলিখিত দাবি তুলে ধরছি:

১. অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। অর্থ, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও ভারী শিল্প - এই চার বিষয় থাকবে সরকারের হাতে, বাকী সকল বিষয় পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য গঠিত রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ইউনিটের উপর ন্যস্ত থাকবে;

২. অবিলম্বে রাজবন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তি দিতে হবে;

৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তেল-গ্যাস অনুসন্ধান উত্তোলন চলবে না;

৪. বেআইনী অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে; বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করতে হবে;

৫. অনুন্নত পশ্চাৎপদ জাতিসত্তা ও জনগোষ্ঠির উন্নতির জন্য অগ্রাধিকার দিতে হবে; শিক্ষা-চাকুরী-ব্যবসা-বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে হবে;

৬. অবিলম্বে অপারেশন উত্তরণের নামে সামরিক শাসন তুলে নিতে হবে; পার্বত্য চট্টগ্রামে বেসামরিকীকরণ শুরু করতে হবে;

৭. পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে;

৮. ভারত প্রত্যাগত ও আভ্যন্তরীণ শরণার্থীদের যথাযথভাবে পুনর্বাসন করতে হবে।

২৫ ডিসেম্বর ২০০৪

চট্টগ্রাম